The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী : আরবী ভাষাতত্ত্বে তাঁর অবদান

[Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi : His Contribution to Arabic Linguistics]

Md. Minarul Islam
PhD Researcher, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 22 May 2025
Received in revised: 03 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, Contribution, Arabic Linguistics.

ABSTRACT

One of the most preminent linguists of the modern age was Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. He was simultaneously a linguist, an Arabic grammarist, the father of Arabic dictionaries and the forerunner of Arabic rhyme science. He has a unique talent in every branch of literature. He was born in the Arabian Peninsula state of Oman in the year 718 AD 100 AH. He was very talented from his childhood. From this time onwards he studied Arabic grammar and linguistics extensively and acquired in-depth knowledge. He was the first to compile a complete Arabic dictionary. His Kitabul Ain is the first compiled dictionary in Arabic. His contribution to making Arabic grammar universally acceptable to all is paramount. However, under the direction of Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, his student Sibawaih later wrote the first complete grammar book. To this day, he remains immortal to the Arabic-speaking people for his unforgettable contributions to the Arabic dictionary and Arabic grammar. Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi: His Contribution to Arabic Linguistics is depicted in the article discussed below.

ভূমিকা

আরবী ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় যারা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী (জন্ম ১০০ হি./ ৭১৮ খ্রি. - মৃ. ১৭০ হি./ ৭৮৬ খ্রি.) অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ভাষা-বিজ্ঞানী, আরবী ব্যাকরণবিদ, ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রবর্তক, আরবী অভিধানের জনক ও আরবী ছন্দ বিজ্ঞানের পুরোধা।[১] তিনি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী তাঁর সময়ের অন্যতম বিস্ময়কর প্রতিভার নাম। তিনি গবেষণা ও অনুসন্ধানে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এ জাতীয় জ্ঞান অনুসন্ধানী মহৎ মানুষ পৃথিবীতে বিরল। সে যুগে তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান, অধিক জ্ঞানী, মেধাবী এবং অধ্যবসায়ী আর কেউ ছিল না। তিনি শুধু তদানিন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই ছিলেন না বরং সর্বকালের, সর্বযুগে আরবী ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণশাস্ত্র, অভিধানতত্ত্ব, ছন্দবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কবিতা সংকলন ও সংঙ্গীত রচনা এবং আল-কুরআন বিষয়ক গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি সর্বদাই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই জীবদ্দশায় নিজের জীবনী লিখে যাননি। তাঁর সমসাময়িক যুগ এবং পরবর্তী যুগের বিভিন্ন বইয়ে তাঁর সম্পর্কে খুব কমই তথ্য পাওয়া যায়। মুসলিম মনীষীদের মধ্যে অনেক মহান ব্যক্তিদের জীবনকর্ম কালের স্রোতে এভাবেই হারিয়ে গেছে। তবে তাঁর কর্ম, প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা জ্ঞান অন্বেষণকারী যুগশ্রেষ্ঠ ছাত্রবৃন্দের মাধ্যমে বিশ্বে আজও সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ। শিক্ষার্থীদের জন্য যা এখনও জ্ঞানের খোরাক হিসেবে সমাদৃত।[২] বিখ্যাত আরবী কবি, সাহিত্যিক, ভাষাতত্ত্ববিদ আসমা'ঈ ও সীবওয়াইহ তাঁর ঘনিষ্ট ছাত্র ছিলেন। নিম্নে আরবী ভাষাতত্ত্বে খলীল ইবন আহমাদ আল ফারাহীদীর অবদান আলোচনা করা হলো।

খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদীর জীবনী

নাম আল-খলীল, বাবার নাম ছিল আহমাদ[৩] আল-ফারাহীদী আল-ইয়াহমাদী।[৪] তাঁর পূর্ণনাম আবূ 'আব্দুর রহমান আল-খলীল ইবন আহমাদ ইবন 'আমর ইবন তামীম আল-ফারাহীদী আল-আয্দী আল-বাস্রী।[৫] তবে সাহিত্যাঙ্গনে তিনি খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।[৬] তিনি আরব উপদ্বীপের ওমান রাষ্ট্রে ১০০ হিজরী মোতাবেক ৭১৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই সেখান থেকে বর্তমান ইরাকের বসরা[৭] নগরীতে গমন করেন।[৮] কেননা জ্ঞান অর্জনের জন্য সে সময়ে বসরা ও কূফা[৯] জগৎ বিখ্যাত ছিল। এখানেই তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা তিনি এই নগরীতেই সমাপ্ত করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নগরী হওয়ায় লেখাপড়া শেষ করে এখানেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর এ বসরাতেই অতিবাহিত হয়।[১০]

তাঁর শিক্ষা গ্রহণের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে শিক্ষা আহরণের জন্য তিনি বসরা শহরে বসবাস শুরু করেন। বসরাতে শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি বিভিন্ন গুণী পণ্ডিতবর্গের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ 'আম্র[১১] ইবনুল 'আলা (জন্ম ৭০ হি. - মৃ. ১৫৪ হি.), আইয়ূব আস-সাকতিয়ানি আল-বূসরী (জন্ম ৬৬ হি. - মৃ. ১৩১ হি.), আসিম আর আহওয়ার ইবন আন-নদর আল-বূসরী (জন্ম ১২৯ হি. - মৃ. ৭৪৬ খ্রি.), 'উছমান ইবন হাদির আল-আযদী (মৃ. ১০০ হি./৭১৮ খ্রি), আল-আওয়াম ইবন হাওশিব (মৃ. ১৪৮ হি./৭৬৫ খ্রি.), গালিব ইবন খাত্তাফ আল কাত্তান (মৃ. ১৪০ হি./৭৫৭ খ্রি.), 'ঈসা ইবন 'উমার (মৃ. ১৪৯ হি./৭৬৬ খ্রি.) ছিলেন অন্যতম। দ্বিতীয় ভাগ: তিনি শিক্ষা অর্জনের পরে বাহাস-মুবাহাসা বা জ্ঞানের পর্যলোচনার জন্য জীবনের অনেক সময় ব্যয় করেন। শিক্ষকতা বা জ্ঞান বিতরণের পূর্বেই তিনি সমসাময়িক পণ্ডিতদের সাথে 'ইলমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং যৌক্তিক বিষয়গুলো গ্রহণ করতেন। জন্য তিনি নিজে আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনার জন্য বসরায় গমন করেন।[১২] সমসাময়িক ও অন্যান্য আরবী ভাষাবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুক্বাফফা (জন্ম ১০৬ হি. - মৃ. ১৪২ হি./৭৫৯ খ্রি.), সুফইয়ান আছ-ছাওরী (জন্ম ৯৭ হি. - মৃ. ১৬১হি./৭৭৮খ্রি.), আল-ফারা' (মৃ. ২০৭ হি./৮২২ খ্রি.), আবূ 'উবাইদা (জন্ম ১১০ হি. - মৃ. ২০৯ হি./৮২৪ খ্রি.), আবূ 'আমর আশ-শায়বানী (মৃ. ২০৬ হি./৮২১ খ্রি.), ইবনুল 'আরাবী (মৃ. ২৩১ হি./৮৪৬ খ্রি.), আবূ হাতিম আস-সিজিস্তানী (মৃ. ২৫৫ হি./৮৬৯ খ্রি.), আল-জাহিয (জন্ম ১৬০ হি. - মৃ. ২৫৫ হি./৮৬৯ খ্রি.), ইবন কুতায়বা (জন্ম ২১৩ হি. - মৃ. ২৭৬ হি./৮৮৯ খ্রি.), আবুল 'আব্বাস আল-মুবাররাদ (জন্ম ২১০ হি. - মৃ. ২৮৫ হি./৮৯৮ খ্রি.), আল-জাওহারী (জন্ম ২৩২ হি.- মৃ. ২৯৩ হি.), আল-আযহারী (জন্ম ২৮২ হি. - মৃ. ৩৭০ হি.) প্রমুখ সাহিত্যিকদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৩] তাঁর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট জীবনের তৃতীয় ভাগ: এ সময়ে অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পণ্ডিত রয়েছে যাদের ব্যতীত 'ইলমে নাহু এর বিষয়ে কল্পনাও করা যায় না। যেমনটি সীবওয়াইহ সম্পর্কে বলা হয়, 'ইলমে নাহু বিষয়ে তাঁর লিখিত আল কিতাব বা আল কিতাবু ফিন নাহু- এমন রচনা আজও কেউ উপস্থাপন করতে পারেনি। দ্বিতীয় আরেকজন ছাত্রের উদাহরণ ইমাম শাফেয়ী (রা.) এর বাণীতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে নাহু এর ইলেম শিক্ষা করবে সে অবশ্যই আসমা'ঈ এর কাছে ঋণী অর্থাৎ আসমা'ঈর ইলমে নাহু অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। বিষয়টি লক্ষণীয় যে, এই দু'জন কালজয়ী নাহুবিদই আল খলীলের ছাত্র ছিলেন। আল-খলীলের এ ধরণের ছাত্রদের মধ্যে আরও রয়েছেন হামাদা ইবন ইয়াজিদ (মৃ. ২০০ হি.), আল-কারী আইয়ূব ইবন ইয়াজিদ আল-বূসরী (মৃ. হিজরী ২য় শতাব্দী), বাদল ইবন মুহাব্বির (মৃ. ২৩০ হি. /৮৪৫ খ্রি.), দাউদ ইবন মুহাব্বির (মৃ. ২০৬ হি./৮২১ খ্রি.), 'আলী ইবন নাসর আল-জাহযামী আল-কাবীর (মৃ. ১৮৭ হি./৮০৩ খ্রি.), আওন ইবন আম্মারা (মৃ. ২১২ হি./৮২৭ খ্রি.), হারূন ইবন মূসা আন-নাহবী (মৃ. ১৭০ হি./৭৮৬ খ্রি.), ওয়াহাব ইবন জারীর ইবন হাযিম (জন্ম ১৩০ হি. - মৃ. ২০৬ হি./৮২১ খ্রি.), ইয়াজিদ ইবন মুররাহ (মৃ. হিজরী ২য় শতাব্দী), আল-কাসা'ঈ (জন্ম ১১৯ হি. - মৃ. ১৮৯ হি./৮০৫ খ্রি.), মুআবিজ আস-সাদূসী (মৃ. ১৯৫ হি./৮১১ খ্রি.), আন-নাদর ইবন শুমাইল (জন্ম ১২২ হি. - মৃ. ২০৩ হি./৮১৯ খ্রি.), আল-লাইজ ইবন মুজাফফার (মৃ. হিজরী ২য় শতাব্দী) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।[১৪]

খলীল ইবন আহমাদ একজন প্রখর স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির প্রখরতা সমসাময়িক পণ্ডিতগণ অকপটে স্বীকার করেছেন। ইবন খাল্লিকান এভাবে বর্ণনা করেছেন, আল-খলীল সারারাত ধরে 'আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুক্বাফফার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। পরবর্তীতে একজনকে আরেকজন সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে আল-খলীল বলেন, 'দেখলাম ইবনুল মুক্বাফফার বুদ্ধির চেয়ে বিদ্যা বেশী।' পক্ষান্তরে ইবনুল মুক্বাফফা আল-খলীল সম্পর্কে বললেন, 'আমার মনে হল, লোকটির বিদ্যার চেয়েও বুদ্ধি বেশী।'[১৫] আবূ তাইয়্যিব আল-লাগবী আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একদা মক্কা নগরীতে আরব উপদ্বীপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং ফকিহ্দের একত্র করে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাঁর মধ্যে সবাই নিজস্ব জ্ঞান গরিমা এবং প্রতিভা নির্ভরশীল বক্তব্য ও প্রামান্যচিত্র উপস্থাপন করেন। আল-খলীলও সেখানে অংশ গ্রহণ করেন। উপস্থিত সবাই একবাক্যে ঘোষণা করেন, **فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أنكى العرب، وهو مفتاح العلوم** 'আল-খলীল আরবের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ও বিচক্ষণ এবং তিনি জ্ঞানের চাবিকাঠি।' সুফইয়ান ইবন উয়াইনা বলেন, **من أراد أن ينظر إلى رجل من ذهب ومسك، فليظر إلى الخليل بن أحمد** 'যদি কোন ব্যক্তি স্বর্ণ ও সুগন্ধি যুক্ত মানব হিসেবে কাউকে দেখতে চান সে যেন খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদীরকে দেখেন।'[১৬]

আল-খলীল জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে এমন কতিপয় অভিনব ও নতুন শৃঙ্খলা আবিষ্কার করেছেন যা পূর্বে কখনোই ছিল না। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'কিতাবুল 'আইন' নামক একটি অভিধান গ্রন্থ যার মধ্যে তিনি ধ্বনিতাত্ত্বিক রীতিতে আরবী ভাষার প্রচলিত শব্দ সম্ভার লিবিদ্ধ করেছেন। কবিতার ছন্দ ও গানের সুর সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা এবং নতুন ছন্দ ও নতুন রীতির কবিতা রচনা যা ইতোপূর্বে আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।[১৭]

আল-খলীল তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় আর্থিক অনটনের মধ্যে অতিবাহিত করেন। বর্ণিত আছে, আহওয়াযের গভর্ণর সোলায়মান ইবন আলী অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে স্বীয় পুত্রকে শিক্ষাদানের জন্য আল-খলীলকে তলব করেছিলেন। আল-খলীল সোলায়মানের দূতকে আপ্যায়নের জন্য একটি মাত্র শুকনো রুটি দিয়ে বলেছিলেন, 'নিন, আমার কাছে এছাড়া আর কিছুই নেই। তবে যতক্ষণ আমার এই শুকনো রুটি জুটতে থাকবে, ততক্ষণ আমি সোলায়মানের মুখাপেক্ষী হতে চাইনে।' আল-খলীলের আর্থিক অনটন ও সরলতার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁরই ছাত্র নাদির ইবন শুমাইল বলেন, 'আল-খলীল বসরার একটি কুঁড়েঘরে দিন কাটাতেন এবং সাথে যা থাকতেন তা দিয়ে আহার করতেন।[১৮]

তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে জানা যায়, তাঁর একজন দাসী এক দোকানির নিকটে জটিল এক হিসেবে আটকে যায়। এটির সঠিক সমাধান করতে না পারলে দাসী ঠকে যায়। তিনি সে বিষয় নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হন। এমতাবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। চিন্তিত অবস্থায় অন্যমনস্ক হয়ে মসজিদের স্তম্ভের সাথে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে যান এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অধিকাংশের মতে, তিনি ৭৮৬ অথবা ৭৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯]

আরবী ভাষাতত্ত্বের পরিচয়

ভাষাতত্ত্বের আরবী পরিভাষা হলো 'ফিকহুল লুগাহ'। আর আরবী ভাষাতত্ত্ব বলতে বুঝায়- 'ইলমু ফিকহিল লুগাতিল আরাবীয়্যাহ; এটি ফিকহুস সওত বা ধ্বনিতত্ত্বের অংশ বিশেষ। বাংলা ভাষায় ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব একই রকমের বলা হয়। যেমন বাংলা একাডেমিতে বলা হয়েছে: যে শাস্ত্রে ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তনসহ যাবতীয় বিষয়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করা হয় তাকেই ভাষাবিজ্ঞান/ভাষাতত্ত্ব বলা হয়। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের মতে, "মানুষের ব্যবহৃত ভাষার বিশ্লেষণই ভাষাতত্ত্ব।" ভাষাতত্ত্ব হলো, মানবিক ভাষার বিজ্ঞান সম্মত সমীক্ষা।[২০] ভাষার বিশ্লেষণকে ভাষাতত্ত্ব বলা হয়।[২১] ইংরেজিতে Philology কে ভাষাতত্ত্ব বলা হয়।[২২]

ফিকহুল লুগাহ যৌগিক শব্দ হিসেবে এর আভিধানিক অর্থ হলো

فهم اللغة، وإدراك منهجها وغو امضها، والعمل بأساليبها

[ভাষা বোঝা, ভাষার দৃষ্টিভঙ্গি ও এর রহস্যাবলী উপলব্ধি করা এবং এর পদ্ধতিগুলো নিয়ে কাজ করা।][২৩]

ফিকহুল লুগাহ এর পারিভাষিক অর্থ হলো:

أما فقه اللغة اصطلاحًا: فهو العلم الذى يدرس قضايا اللغة من أصوات وتراكيب ومفردات، بمستويات مختلفة، صوتيًا ونحويًا ودلاليًا وصرفيًا، ومتابعة التمطورات عليها، والجث فى العقبات التى تمربها هذه اللغة، مقارنةً باللغات واللهجات الأخرى.

[ফিকহুল লুগাহ এমন বিদ্যা যাতে ভাষার বিষয়াবলী যেমন শব্দ, বাক্য কাঠামো ও ধ্বনির বিভিন্ন স্তরসমূহ ধ্বনি, ব্যাকরণ, অর্থ, রূপতত্ত্ব এবং সেগুলো বিবর্তনের ধারাবাহিকতার আলোকে আলোচনা করা হয় এবং এই ভাষা যেসব বাধার মধ্যে দিয়ে যায়, সেগুলো অন্যান্য ভাষা ও উপভাষার মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করা হয়।][২৪]

হিজরী চতুর্থ শতকে ইবন খারিস কর্তৃক সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হয় ফিকহুল লুগাহ বা ভাষাতত্ত্ব। অতঃপর ইবন খালদূন কর্তৃক অষ্টম শতকে ব্যবহৃত হয় 'ইলমুল লুগাহ তথা ভাষাবিজ্ঞান। ইবনু খালদূন প্রথম বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহৃত করেন এবং তাঁর বিখ্যাত কিতাব মুকাদ্দিমার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৬ তম পরিচ্ছেদের শিরোনাম করেন 'ইলমুল লিসান আল-আরাবী বা আরবী ভাষাবিজ্ঞান।[২৫] তবে 'ইলমুল লুগাহ এবং ফিকহুল লুগাহ এর সম্পূর্ণ পৃথক সংজ্ঞা আজও কেউ সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করতে পারে নাই। তবে অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতজন ফিকহুল লুগাহ নামের শিরোনামে কিতাব লিখেছেন। কিন্তু তার মধ্যে 'ইলমুল লুগাহ বিষয়েও আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক আরবী ভাষাবিজ্ঞানীগণ 'ইলমুল লুগাহ এবং ফিকহুল লুগাহর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় একটি অমিমাংশিত এবং খুবই জঠিল বিষয় বলে স্বীকার করেছেন। ড. সুবহি সালিহও এ মত প্রধান্য দিয়েছেন।[২৬]

আরবী অভিধান শাস্ত্রে অবদান

আরবী একটি বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধশালী ভাষা। এর দিগন্ত সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত হওয়ায় কোন একক ব্যক্তির পক্ষে এটি সম্পূর্ণ আয়ত্ব করা অসম্ভব। তবে এ ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য এর শব্দ, পদ ও পদ বিন্যাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক। এরই ধারাবাহিকতায় আরবী অভিধান শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়েছে। জাহিলী যুগ থেকেই এ ভাষার প্রাচীন শব্দাবলী সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী যুগে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত কোন অভিধান গ্রন্থ রচিত হয়নি বরং তা মৌখিক চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আব্বাসী যুগে এ মৌখিকচর্চা এক স্বতন্ত্র অভিধান রচনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে।[২৭]

এ পর্যায়ে খলীল ইবন আহমাদ সর্বপ্রথম আরবী ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলন করেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুল আইন' আরবী ভাষার প্রথম সংকলিত অভিধান। তাঁর পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অভিধান সংকলন করা হলেও সেগুলো ছিল

ক্ষুদ্রাকৃতি, শাব্দিক তালিকা সংকলিত এবং সংক্ষিপ্ত। যেগুলোকে কেউ সার্বজনীন বলে স্বীকৃতি দেয়নি। ঐসব খণ্ডপুস্তক সম্পর্কে আল-খলীল নিজেও অবহিত ছিলেন। তবে সেগুলো নিতান্তই সীমিত উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে প্রণীত। সার্বিকভাবে আরবী ভাষার শব্দাবলীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ ঐসব পুস্তক দ্বারা একবারেই অসম্ভব ছিল। তিনি তাই একটি কার্যকর ও সুশৃঙ্খল পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'কিতাবুল 'আইন' তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার স্বার্থক ফসল। অভিধান শাস্ত্রে এটি তাঁর অসামান্য অবদান। এটি আজও আরবী ভাষায় অমর হয়ে আছে।[২৮]

'কিতাবুল আইন' আরবী ভাষা ও সাহিত্যে একটি অনন্য গ্রন্থ। এটি আরবী ভাষায় বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিধান। তবে আরবী বর্ণমালার হরফগুলো যে ধারাবাহিকতায় প্রচলিত, তিনি 'কিতাবুল আইনে' তা অনুসরণ করেননি। তিনি বর্ণের উচ্চারণস্থল ভিত্তিক স্ব-উদ্ভাবিত এক নতুন বর্ণক্রম অবলম্বন করেছেন। নিরেট বর্ণসমূহের মধ্যে প্রথমে কণ্ঠ, তারপর জিহ্বা, তারপর দন্ত এবং সর্বশেষে ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হরফগুলো সাজিয়েছেন। পরিবর্তনশীল (মু'তাল) বর্ণসমূহের স্থান রেখেছেন সবশেষে। যেমনটি:-

أنواع مخارج الأصوات

- الأصوات الحلقية : ع – ح – هـ – خ – غ

هـ الأصوات اللهوية : ق – ك

هـ الأصوات الشجرية : ج – ش – ض ش ض

الأصوات الأسلية : ص – س – ز

الأصوات النطعية : ط – د – ت

- الأصوات اللثوية : ظ – ث – ذ

هـ الأصوات الذلقية : ر – ل – ن – ف – ب – م

الأصوات الهوائية : و – أ – ي ، فالهمزة آخر الحروف

কিতাবুল 'আইনে তিনি আরবী হরফ ২৮ টির পরিবর্তে ২৯ টি হরফ বর্ণনা করেছেন। আটাশটির মধ্যে আলিফের দু'টি রূপ একটি সহীহ বা ব্যঞ্জনবর্ণ, তথা হামযা এবং অপরটি মু'তাল বা পরিবর্তনশীল স্বরবর্ণ তথা আলিফ। এই হিসেবে ২৯টি বর্ণ।[২৯]

ব্যবহৃত ২৯টি (২৫টি নিরেট ও ৪টি পরিবর্তনশীল) হরফের বিন্যাসক্রম এইরূপ,

ع، ح، هـ، غ، خ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، ت، د، ظ، ث، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م، ا، و، ي، ء

বর্ণমালার এই ক্রম অনুযায়ী আল-খলীল তাঁর অভিধানকে মোট ২৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। 'আইন' থেকে 'মীম' পর্যন্ত ২৫টি নিরেট বর্ণের প্রত্যেকটি দ্বারা একটি করে অধ্যায় এবং সর্বশেষে ৪টি পরিবর্তনশীল বর্ণ দিয়ে অপর একটি অধ্যায় রচনা করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বর্ণের নামে প্রতিটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন। প্রথম অধ্যায়টির নাম 'কিতাবুল 'আইন' হওয়াতে পরবর্তীকালে গ্রন্থটি ঐ নামে পরিচিত হয়ে যায়।[৩০]

এটি রচনা করতে তাকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করে এটি বিশ্লেষণে আনার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী সময়ে খুরাসানে অবস্থানকালে আল-খলীল তাঁর ছাত্র আল-লাইছ ইবনুল মুযাফফারের সহায়তায় কিতাবুল 'আইনের রচনা সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি খোরাসানের শাসক তাহিরীয়দের গ্রন্থাগারে থেকে যায়। আল-খালীলের মৃত্যুর (১৭৫ হি.) অনেক পরে ২৪৮ হিজরীতে জনৈক পুস্তক-ব্যবসায়ী কিতাবুল 'আইনের পাণ্ডুলিপি সেখান থেকে বসরায় নিয়ে আসেন। এতকাল পর আত্মপ্রকাশ করায় বসরার পণ্ডিত মহলে গ্রন্থটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অনেকে আল-খলীলের রচনা বলে একে মানতে চাইলেন না। তবে, আল-খলীলের নামেই কিতাবুল 'আইনের সেই পাণ্ডুলিপি চালু হয়ে গেল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই গ্রন্থের একচেটিয়া প্রভাব বজায় থাকে। ইতিমধ্যে এই পাণ্ডুলিপির অনেক কপি তৈরী হয়ে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। এরপর খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কিতাবুল 'আইনের পাণ্ডুলিপির সন্ধান ছিল। তারপর প্রায় পাঁচশত বছর এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ সময়ে গ্রন্থটির কোন কোন খণ্ডিত অংশ এবং অন্যান্য গ্রন্থকারদের বিভিন্ন রচনায় এর অসংখ্য উদ্ধৃতি 'কিতাবুল আইনের' অস্তিত্ব আংশিকভাবে টিকিয়ে রেখেছিল। তবে দীর্ঘ বিরতির পর বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে আবার 'কিতাবুল আইনের' পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলতে থাকে।[৩১]

আল-খলীলের পরবর্তী গ্রন্থকারদের বিভিন্ন রচনায় উদ্ধৃতিস্বরূপ কিতাবুল 'আইনের একটি বিরাট অংশ সবসময়ই অক্ষত ছিল। উদাহরণস্বরূপ সীবাওয়াইহের 'আল-কিতাব', আবূ 'আলী আল-ক্বালীর 'আল-বারি', আস-সুয়ূতীর 'আল-মুযহির' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করা যায়। তাছাড়া স্পেনীয় অভিধান প্রণেতা আবূ বাকর মুহাম্মাদ আয-যুবাইদী (মৃ. ৩৭৯/৯৮৯) কিতাবুল 'আইনের যে সংক্ষেপিত সংস্করণ 'মুখতাসার কিতাবিল 'আইন' তৈরী করেছেন, তাঁর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান।[৩২]

আরবী অভিধান জগতের পথিকৃৎ হওয়া সত্ত্বেও কিতাবুল আইনের বিরুদ্ধে কিছু ভুল-ত্রুটির অভিযোগ রয়েছে। এসব ভুলের মধ্যে আছে বানান-বিভ্রাট, শব্দমূল নির্ণয়-সংক্রান্ত ভুল, অশ্রুতপূর্ব অর্থে শব্দের ব্যবহার, ভাষার মূলনীতি বিষয়ক ভুল তথ্য পরিবেশন ইত্যাদি। 'আত-তাসহীফ ওয়াত তাহরীফ' গ্রন্থে আল-হাসান ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আসকারী (২৯৩-৩৮২ হি.) কতিপয় ভুলের উল্লেখ করেছেন। আল-ফিরোযাবাদী, আস-সুয়ূতী প্রমুখ অভিধানশাস্ত্রবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী উল্লিখিত ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে আল-খালীলের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে কিতাবুল-'আইনের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছেন। আমাদের মতে, কিছু কিছু ভুলত্রুটি থাকলেও খলীল ইবন আহমাদের গ্রন্থ 'কিতাবুল 'আইন' নিঃসন্দেহে একটি কালজয়ী সার্থক অভিধান।[৩৩]

খলীল ইবন আহমাদের 'কিতাবুল 'আইন' শুধু আরবী ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিধানই নয়, গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে শতাব্দীর সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী রচনাও বটে। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থ রচনায় কেউই ব্রতী হননি। শুধু তাই নয়, তৎপরবর্তীকালে রচিত প্রখ্যাত অভিধানগুলোরও প্রায় প্রত্যেকটিতে কিতাবুল 'আইনের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। এসব অভিধানের মধ্যে আল-আযহারীর (২৮৩-৩৭০ হি.) 'কিতাবুত তাহযীব', ইবন দুরাইদের (২২৩-৩২১ হি.) 'আল-জামহারা', আবূ 'আলী আল-ক্বালীর (২৮৮-৩৫৬ হি.) 'আল-বারি', ইবন সীদার (৩৯৮-৪৫৮ হি.) 'আল-মুহকাম' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৪]

এ সম্পর্কে আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাসীর আদ-দামেশকী (র) বলেন, আরবী অভিধান সম্পর্কে তাঁর একটি সংকলন পাওয়া যায়। তাঁর নাম 'কিতাবুল 'আইন ফিল লুগাতি' । তিনি তা শুরু করেছিলেন। পরে নদর ইবন শুমায়ল ও আল-খলীলের অন্য সাথীরা তা সম্পন্ন করেন। যেমন মুয়াররাজুস সাদূসী এবং নসর ইবন 'আলী আল-জাহদামী। তবে তারা আল-খলীল যা লিখেছিলেন তার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি। ইবন দারসতুইয়া একটি কিতাব লিখেন এবং এটাতে যাবতীয় ত্রুটিগুলো উল্লেখ করেন ও তাঁর সমাধান লিখে দেন।[৩৫]

আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে অবদান

আরবী ব্যাকরণের প্রথম প্রবর্তক আবুল আস্ওয়াদ আদ-দুআলী (মৃ.৬৯ হি.)। ঘটনাটি এমন যে, গভর্নর যিয়াদ তাকে অনারবগণ যেন শুদ্ধভাবে আরবী ভাষা শিখতে পারে এমন কিছু নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করতে বললেন। গভর্ণর যিয়াদের অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি সম্মত হলেন। এভাবে বসরায় ব্যাকরণের প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল আসওয়াদ সুরয়ানী ভাষাও জানতেন। তাই মনে করা হয় যে, তিনি আরবী ব্যাকরণ সুরয়ানী ব্যাকরণের অনুকরণে লিপিবদ্ধ করেছেন। বসরার আরও একজন প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ ছিলেন আবূ 'আমর আল-আ'লা (মৃ. ৭৮০ খৃ.)। এভাবে কূফা শহরেও ব্যাকরণের চর্চা হয়েছিল। কিন্তু বসরার প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে কূফায় ব্যাকরণের ভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে। উমায়্যা যুগে আরবী ব্যাকরণের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। প্রথম দিকে আরবী বর্ণমালায় নুকতা ছিল না। অনুরূপভাবে আরবীতে স্বরচিহ্ন বলতে কিছু ছিল না। এ হরফগুলোতে (বিন্দু) না থাকলে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। আরবরা নুকতা ছাড়া লেখা ث ت ب পড়তে সক্ষম ছিল। তেমনি স্বরচিহ্নের অবর্তমানে আরবী অনুরূপ পড়া দুঃসাধ্য। কুরআনকে শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য নুকতা ও স্বরচিহ্নের প্রবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আবুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম স্বরচিহ্নের ব্যবহার করেন, কিন্তু বর্তমান রূপে নয়। হরফের উপরে নুকতা দিয়ে যবর, নিচে নুকতা দিয়ে যের এবং বাম পার্শ্বে নুকতা দিয়ে পেশ বুঝানো হতো। নুকতাগুলি ভিন্ন কালিতে লেখা হতো, অর্থাৎ হরফ ও নুকতার কালি আলাদা হতো। এতেও একই আকৃতিতে লিখিত কয়েকটি বর্ণের পার্থক্য করার বিষয়টির সমাধান হয়নি। উমায়্যা গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এ সমস্যা সমাধানে মনোযোগ দেন। তিনি নসর ইবন আসিম (মৃ. ৮৯ হি.) এবং ইয়াহইয়াহ ইবন 'আমরের (মৃ. ১২৯ হি.) সহযোগিতায় হরফগুলোতে নুকতা প্রবর্তন করেন। বর্ণ ও নুকতা একই কালিতে লেখা হতো যাতে স্বরচিহ্নের জন্য ব্যবহৃত নুকতার সঙ্গে মিশে অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। বর্তমানে প্রচলিত স্বরচিহ্নের উদ্ভাবক ছিলেন খলীল ইবন আহমাদ। তিনি তাশদীদ, মদ বা লম্বা টান স্বর এবং যুক্তাক্ষর পড়া সম্পর্কিত চিহ্ন হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে প্রবর্তিত করেছিল।[৩৬] তাঁর পূর্বেই কিছু ব্যাকরণবিদ আরবী ব্যাকরণের অনেক নিয়মাবলি উদ্ভাবন করেছিলেন। তন্মধ্যে 'ঈসা ইবন 'উমার আছ-ছাকাফী, হারূন ইবন মূসা অন্যতম। তবে আল-খলীল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সর্বপ্রথম পুর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের গ্রন্থ রচনা করেন আল খালীলের ছাত্র সীবাওয়াইহ।[৩৭]

খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তদান্তিনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ এবং যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। নগরীর পাঠদানের গৃহসহ তাঁর বাসস্থানে সর্বদায় জ্ঞান পিপাসুদের সমাগম হতো। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সীবাওয়াইহ। তিনি আরবী ব্যাকরণে আল-খলীলের নিকট হতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং এই শাস্ত্রে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করেন। সীবাওয়াইহ রচিত 'কিতাব ফিন-নাহু' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থটি 'আল-কিতাব' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আল ফাখরী আন-নাজিদীর বর্ণনায়, সীবাওয়াইহ তাঁর উক্ত কিতাবে মোট ৮৫৮ স্থানে অন্যান্য পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মধ্যে ৫২২ স্থানেই আল-ফারাহীদীর

উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। ফলে উক্ত কিতাবটি সীবাওয়াইহ লিপিবদ্ধ করলেও মূল রচনায় খলীল ইবন আহমাদ বলতে বাধা নাই। এটি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ কিতাবই নয় বরং যুগে যুগে অন্যান্য আরবী ব্যাকরণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হিসেবে প্রসিদ্ধ। আজও তাঁর অবস্থানের বা সমমানের কিতাব পাওয়া যায় না।[৩৮]

আরবী ভাষা বিকাশে আল-ফারাহীদীর উল্লেখযোগ্য রচনা

১) **كتاب العين في اللغة** - এই কিতাবটি আল-খলীলের বিখ্যাত অভিধান। যেটির পূর্বে এমন কিতাব কেউ রচনা করেননি। শব্দের গঠন, পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন করা হয়েছে। তাছাড়া শব্দ ও বর্ণের উৎস, উচ্চারণ প্রণালী উল্লেখ করা হয়েছে। এটির মাঝে মধ্যে আরবী বাক্য গঠন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এটি এখনো কালজয়ী অভিধান হিসেবে বিবেচিত।

২) **كتاب "فائت العين** - এই কিতাবটি কিতাবুল আইনের অসমাপ্ত অংশের বাকিটুকু। এটি আল-আইন বই থেকে যেটি বাদ পড়েছে সেটি উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যাগুলো সমাধান দিয়েছেন। তবে অনেকেই এ কিতাবটি পরিপূর্ণ খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদীর নয় বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ আল-খালীল 'আল-আইন' বইটি সম্পূর্ণ করেননি। তাহলে তিনি কীভাবে এটি সংশোধন করেছেন? তবে বইটির অধিকাংশ নিয়মনীতি 'কিতাবুল আইন' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

(৩) **كتاب النقط والمصاحف** - উক্ত কিতাবে তিনি অক্ষরগুলোর এরাবের চিত্র বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। যেমন: (ক) জুম্মা এর সাথে (ওয়াও সগীরা) বা ছোট ওয়াও হরফের উপর। (খ) কাছরার সাথে (ইয়া সগীরা) বা ছোট ইয়া হরফের নিচে। (গ) ফাতাহার সাথে (আলিফ মামদুদা) বা ছোট আলিফ হামজাসহ হরফের উপরে। এছাড়াও তিনি জযম, তাশদীদ, মদসহ বিভিন্ন আরবী হরকত প্রথম উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা কুরআন তিলওয়াত করা সাধারণ অনারব ভাষা-ভাষীদের জন্যও সহজ হয়ে গিয়েছে।

৫) **كتاب الجمل** - এই কিতাবটি আরবী ব্যাকরণে বাক্যের ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কিত। উক্ত বইয়ে আরবী ব্যাকরণে বাক্যের শেষ অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন মানছুব, মাযমুম, মাকছুর ইত্যাদি। তবে খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী স্বহস্তে 'ইলমে নাহু বিষয়ে কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেছেন বলে স্পষ্ট কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায় না।

৬) **كتاب الشواهد** - এই বইটি আরব বেদুঈনদের থেকে নেওয়া পাণ্ডুলিপির একত্র সংস্করণ। তাদের কবিতা উল্লেখ পূর্বক তাদের বাক্য গঠনের নিয়ম-নীতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।[৩৯]

৮) **كتاب العوامل** - 'ইলমুন নাহু বা আরবী শব্দের নিয়মনীতি সম্পর্কিত বই। এটির দ্বারা 'ইলমুন নাহুর আওয়ামেল গুলোর প্রতি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল-কিফ্তি বইটির বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং তিনি দাবি করেছেন যে এটিকে তাঁর নামে লিপিবদ্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৯) **كتاب المعمى** - ইতিপূর্বে এ বিষয়ক কোন 'ইলম ছিল না। এটি সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন খলীল ইবন আহমাদ আল ফারাহীদী। যেমনটি ইবন নুবাতা বলেছেন, এ কিতাবুল মুয়াম্মা দ্বারা উদ্দেশ্য শব্দের বা বাক্যের অর্থতত্ত্ব। আমাদের নিকট অনেক সময় কবিতার অর্থ বুঝে আসেনা যখন কবিতার অর্থ গোপন বা অস্পষ্ট থাকে। আবার এটি দ্বারা মা'না হুরুফুল এসতেলাহী আরবী অক্ষরের পারিভাষিক অর্থ যার প্রতি লেখক নিজেই নির্দেশ করেছেন বা নির্দেশনায় সংকেত ব্যবহার করেছেন সেটি বুঝাতে চেয়েছেন। এটিকে আধুনিক পরিভাষায় আল মুতারাজ্জিম বা অর্থতত্ত্ব বলা হয়। এ বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেটি সর্বপ্রথম আবিস্কার করেছেন কবি খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী।

১০) **كتاب تصريف الفعالي ومعنى الحروف** - এই বইটিতে আরবী বাক্যে ক্রিয়ার পরিবর্তনও নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত এ বইটিতে ইলমুছ ছরফ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিয়াপদের মূল এবং তাঁর থেকে বিভিন্ন ক্রিয়ায় পরিবর্তনের নিয়ম-নীতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সাংকেতিক অক্ষরগুলো কি কি শব্দের অর্থ বহন করে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১১) **كتاب النقط والشكل وغيرها** - এই বইটিতে অক্ষর বা বর্ণের সাংকেতিক চিহ্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অক্ষরের নুকতা, অক্ষরের আকার-আকৃতি এবং এই কিতাবটিতে বাক্যের অন্যান্য চিহ্ন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

খলীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদীর আরবী ভাষা তত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী অবদান রয়েছে। তিনি ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ইসলামী আইন, সঙ্গীত তত্ত্ব এবং দর্শনমূলক ঐতিহ্যেও পারদর্শী ছিলেন। আরবি ভাষায় তাঁর দক্ষতা প্রথম এবং সর্বাগ্রে। ফিকহে ইসলামীর পাশাপাশি কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁর বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার আজও তুলনাহীন রয়েছে। ওমানের রুসতাকে "আল-খলীল ইবন আহমাদ আল ফারাহীদী" নামে স্কুল অব বেসিক এডুকেশনের নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে আধুনিক ইরাকে "আল-খলীল ইবন আহমাদ আল ফারাহীদী ইউনিভার্সিটি" নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। ফলে আরবী ভাষা-ভাষীদের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ইবনুন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্‌ত*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ৪৩৮ হি.), পৃ. ৪০।

২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৯।

৩ আবুল ফিদা হাফেজ ইবনু কাছীর আদ-দামেস্কি, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২৮২।

৪ *তদেব*।

৫ ইবনুন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্‌ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।

৬ আব্দুল বাকী আল-ইয়ামানী, *ইশারাতু আত-তায়াইয়িন ফী তারাজ্জিমিন নুহাত ওয়াল-লাগবীন* (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৪৮ খ্রি), পৃ. ১১৪।

৭ বসরা: বর্তমানে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর এটি। এটি ইসলাম পূর্ব যুগ থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ শহর হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করে। 'ইলমে নাহু এবং সরফের আদি শহর হিসেবেও সুখ্যাতি আছে এ শহরের।

৮ বসরার পরেই নাহু এবং সরফ এর ইমামগণ বসবাস কুফা শহরে। এজন্য 'ইলমে নাহু এবং সরফের বড় একটি অংশ বুসরী এবং কুফী ইমামদের মতবাদ হিসেবে দখল করে আছে। এটিও বর্তমান ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহর।

৯ আবূসাইদ সিরাফী, *আসবারুণ নাহবীয়্যিন আল-বুসরীয়্যিন* (মিসর: দারুল এহতেসাম, ১৪০৫ হি:), পৃ. ১৪২।

১০ *তদেব*।

১১ আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা ইবন আম্মার আল-মাজনী আল-আমরাবি তিনি আরবী সাত কিরাতের এক কিরাতের ইমাম এবং আরবী তেলাওয়াতের শায়েখ। তিনি আরবী অক্ষর ও ব্যাকরণে শাস্ত্রের এক অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সে যুগে সর্বোচ্চ জ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আরবী কবিতা ও আবৃত্তিতে সে সময়ের পণ্ডিতদের অন্যতম।

১২ ইবনুন-নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্‌ত*, পৃ. ৬৩; ড. রাহাব খাদিও আকাবী, *মাওসুয়াতী আবাকেরাতুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।

১৩ জুর্‌জী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল হিলাল, ১৯৭৮খ্রি.), পৃ. ৪২৭-৪২৮; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, পৃ. ১০।

১৪ ইয়াকূত ইবন 'আব্দুল্লাহ আর-রুমী, *মুজামুল উদাবা*, ৪র্থ খণ্ড (মিসর: প্রকাশনালয়ের নাম বিহীন, ১৯২৭ খ্রি.), পৃ. ১৮২-১৮৩।

১৫ আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরূত: প্রকাশনালয়ের নাম ও তারিখবিহীন, ২৬তম মুদ্রণ), পৃ. ৩৭২; আবূ আত-তাইয়্যিব আল-লাগবী, *মুরাতিবুন নাহবীয়্যিন*, পৃ. ৫৬।

১৬ ইয়াকূত ইবন 'আব্দুল্লাহ আর-রুমী, *মুজামুল উদাবা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩।

১৭ আবদুর রহমান জালালুদ্দিন আস সুয়ূতী, *আল-মুযহির*, ২য় খণ্ড (মিসর: দারু ইয়াহইয়া আল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

১৮ *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৫৬৫।

১৯ আল-কিফতি, *ইনবাহুর রুওয়াত ফী তানবীহিন নুহাত*, ১ম খণ্ড (কায়রো: প্রকাশনালনের নাম বিহীন, ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৩৮১; *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১০ খণ্ড, পৃ. ২৮২।

২০ *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪।

২১ *ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ৪।

২২ অধ্যাপক এ কিউ এম আব্দুস শাকুর খন্দকার, *ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা: একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২০।

২৩ https://mawdoo3.com/٢٠٢٢/٠٦/٢٠) تعريف فقه اللغة).

২৪ ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, *আরবী ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা: ছালেহা প্রকাশনী, ২০২৩ খ্রি.), পৃ. ১৪।

২৫ *তদেব*, পৃ. ২১।

২৬ ড. সুবাই আস-সালিহ, *দিরাসাত ফি ফিকহিল লুগাহ* (সিরিয়া: দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

২৭ ড. আবু ইউনুছ খান মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর, "আরবী অভিধানচর্চায় মুহাম্মাদ ইবন মানযূরের অবদান", ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ২০০৯, পৃ. ৪৯-৫০।

২৮ আব্দুল হামিদ মুহাম্মাদ ও শাবান আব্দুল আযীম, *মুহাদারাত ফিল মা'আজিমিল আরাবিয়া*, পৃ. ৪৯-৫০।

[২৯] আলী আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফী, *ফিকহুল লুগাহ* (কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর লিত তার'ওয়ান নশার, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ২৮২।

[৩০] আব্দুল হামীদ মুহাম্মাদ ও শা'বান আব্দুল 'আযীম, *মুহাদারাত ফিল মা'আজিমিল 'আরাবিয়্যাহ* (মিসর: ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৪৯-৫০।

[৩১] আল-কিফতি, *ইনবাহুর রুওয়াত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।

[৩২] ইবনু খাল্লিকান, *ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ১ম খণ্ড (মিসর: মাতবা'আতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৩৪।

[৩৩] *তদেব*।

[৩৪] 'আব্দুল্লাহ দারবেশ, *আল-মা'আজিমুল 'আরাবিয়্যাহ* (কায়রো: ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ৮১।

[৩৫] *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১০ খণ্ড, পৃ. ২৮২।

[৩৬] *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৯০।

[৩৭] আলী ফাখরী আল-নাজদী, *সীবওয়াইহ্ ইমামুন নুহাত (*মিসর: প্রকাশনালয়ের নাম বিহীন, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ৯৮।

[৩৮] আল-কিফতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২।

[৩৯] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, পৃ. ১৪।